দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 28 DEC 1998
পৃঃ ৪ কলাম ৮

এসএসসি পরীক্ষার ফি ও প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ের নামে ভুয়া চিঠি

গত ৩০-১১-৯৮ তারিখে থানা নির্বাহী অফিসার আলমডাঙ্গা মহোদয় বাদেমাজু বাদল স্মৃতি একাডেমী পরিদর্শনকালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে লিখিত একটি সার্কুলার পাঠ করিয়া ১৯৯৯ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে বোর্ড ফি ও বেতন ব্যতীত অতিরিক্ত অর্থ আদায় না করিতে শিক্ষকদের সতর্ক করেন। মজার ঘটনা এই যে, সেইদিনই ইত্তেফাকে "প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ের নামে ভুয়া চিঠি স্কুলে স্কুলে তোলপাড়" শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়। নিশ্চিত হওয়া যায়, সার্কুলারটি ভুয়া। যাহারা রাষ্ট্রপতির নামে জাল সার্কুলার দেয় তাহারা কঠোর শাস্তিযোগ্য অপেক্ষাও ভয়ংকর অপরাধী। এই দুঃসাহসিক ভুয়া কারবারের সহিত জড়িতদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

ইহা সর্বজনজ্ঞাত সত্য যে, আমাদের শিক্ষা বিভাগের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। সংশ্লিষ্ট কোন দফতরই আরোপিত বিধি-বিধান ও নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা করে না, কাহাকেও করানোরও প্রয়োজন মনে করে না। আমি সরকারী প্রাথমিক ও বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী, ম্যানেজিং কমিটি গঠন ইত্যাদি বিষয়ে জটিলতার প্রতিকার ও সমস্যার সমাধান চাহিয়া ইত্তেফাকের চিঠিপত্র কলামে ৫/৬ খানা চিঠি লিখিয়াছি এবং কর্তৃপক্ষের বরাবরে দরখাস্ত করিয়াছি। কিন্তু সবই নিষ্ফল হইয়াছে, সমস্যার প্রতিকার বা সমাধান হয় নাই। বাস্তবতা এইরূপ হইলে ধৃষ্টতা প্রশ্রয় পাইবে এবং বিশৃংখলা স্থায়ী আসন গাড়িয়া থাকিবে। ইহাই স্বাভাবিক। তাই বিষয়গুলিকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করিতে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মহাঃ শাফায়েত-উল ইসলাম,
গ্রামঃ বাদেমাজু, ডাক ঃ আলমডাঙ্গা,
জেলা ঃ চুয়াডাঙ্গা-৭২১০।